ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৭৬৯
আগরতলা,৩ ডিসেম্বর,২০১৯

সক্ষম ত্রিপুরা নামে নতুন প্রকল্পের ঘোষণা শীঘ্রই : মুখ্যমন্ত্রী

সক্ষম ত্রিপুরা নামক রাজ্য সরকারের নতুন একটি প্রকল্প খুব শীঘ্রই রাজ্যে চালু করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ ঘোষণা দিয়েছেন। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে আজ আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১ নং হলে 'আন্তর্জাতিক দিব্যাঙ্গজন দিবস' উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা ঘোষণা দেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেব। তিনি বলেন, দিব্যাঙ্গজনদের শক্তিশালী করতে এবং তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের গৃহীত প্রকল্পগুলিকে সঠিকভাবে রূপায়ণ করতে হবে। মহিলা এবং শিশুদের জন্য যেসব প্রকল্পগুলি চালু রয়েছে সেগুলিও সময়ের মধ্যে তাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নরেন্দ্র মোদিজী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পূর্বে যাদেরকে প্রতিবন্ধী বলে আখ্যায়িত করা হতো বর্তমানে সেই নাম পরিবর্তন করে দিব্যাঙ্গজন নামে পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। এই দিব্যাঙ্গজন নামের মধ্যেই ভালোবাসা এবং স্নেহ লুকিয়ে আছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উপযুক্ত বয়স না হওয়া পর্যন্ত মেয়েদের বিয়ে না দেওয়া, গর্ভাবস্থায় মায়েদের বিশেষভাবে যত্ন নেওয়া এই সকল পদক্ষেপগুলি আমাদের সমাজে গ্রহণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন কারণ একজন সুস্থ মা-ই একটি সুস্থ সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম হন। রাজ্য সরকারও সেই লক্ষ্যে রাজ্যের ধলাই জেলায় ১২ হাজার ভলান্টিয়ার নিয়োজিত করেছে শুধুমাত্র মেয়েদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিয়ে তাদেরকে সচেতন করার জন্য। তিনি আরও বলেন, সরকারি চাকুরিতে বিগত সরকারের সময়ে দিব্যাঙ্গজনদের জন্য ৩ শতাংশ সংরক্ষণ ছিলো। বর্তমান রাজ্য সরকার তা বাড়িয়ে ৪ শতাংশ করেছে। পূর্বে ৭টি প্যারামিটারের মাধ্যমে দিব্যাঙ্গজন নির্ণয় করা হতো, বর্তমান সরকারের সময়ে তা বাড়িয়ে ২১টি প্যারামিটার করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের ১৪টি সরকারি ভবনে দিব্যাঙ্গজনদের যাতায়াতের সুবিধার্থে র‍্যাম্প, তাদের জন্য সহায়ক শৌচালয় সহ নানা সুযোগ সুবিধা তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৩৩ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছে। টি আর টি সি পরিচালিত বাসগুলিতেও র‍্যাম্পের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের ওয়েবসাইটগুলি যাতে দিব্যাঙ্গজনেরা সহজে ব্যবহার করতে পারেন তারজন্য ওয়েবসাইটগুলিকে দিব্যাঙ্গজনদের ব্যবহারের উপযোগী করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ডিজিটালাইজেশনের উপর গুরুত্ব দিয়ে রাজ্য সরকার এই ব্যবস্থাগুলি চালুর উদ্যোগ নিয়েছে যাতে সাধারণের মতো দিব্যাঙ্গজনেরাও এই ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের গণবন্টন ব্যবস্থাকেও শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার এবং সফলতাও এসেছে। এই ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ত্রিপুরা প্রথম স্থানে রয়েছে এবং দেশের তিনটি রাজ্যের মধ্যে রয়েছে। ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে রাজ্য সরকার গণবন্টন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে প্রয়োজনীয় রেশন সামগ্রী শেষ প্রান্তে অবস্থানকারী ব্যক্তির কাছেও পৌঁছে দেওয়ার কাজ করছে।

***২-এর পাতায়

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী চাইছেন দিব্যাঙ্গজনদের শক্তিশালী করার পাশাপাশি তাদের সংখ্যা যাতে কম হয় সেই লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা, স্বাস্থ্য দপ্তর সহ মহিলা ও শিশু উন্নয়ন দপ্তরের সাথে সমন্বয় রেখে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলি বাস্তবায়ন করতে হবে।

অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা বলেন, প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত। তেমনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্ন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এবং ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্যে পরিণত করা। সেটা দিব্যাঙ্গজনদের বাদ দিয়ে হতে পারে না। এজন্য দিব্যাঙ্গজনদের আরও কিভাবে সুবিধা প্রদান করা যায় সরকার সেই দিশাতেই কাজ করছে। প্রবল ইচ্ছাশক্তি নিয়ে বর্তমানে দিব্যাঙ্গজনেরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে। তাদেরকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া আমাদের সবার কর্তব্য বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অন্তরা দেব সরকার ও ত্রিপুরা শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন নীলিমা ঘোষ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব চৈতন্য মূর্তি। উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা গুঞ্চা সনোবর। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন নরসিংগড় দৃষ্টিহীন বালক বিদ্যালয়ের ছাত্ররা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও পরিবেশন করে দিব্যাঙ্গজন ছাত্রছাত্রীরা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পর্ব শেষে প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনায় সারা দেশের সঙ্গে রাজ্যেও ২ থেকে ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত মাতৃ বন্দনা সপ্তাহ কর্মসূচির সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। উল্লেখ্য এটি একটি শর্তাধীন মাতৃত্বকালীন সহায়তা প্রকল্প। এই প্রকল্পে কোনও মহিলা প্রথম জীবিত সন্তানের জন্য তাকে মোট তিন কিস্তিতে ৫ হাজার টাকা সরাসরি প্রদান করা হয়ে থাকে। এই প্রকল্পে এ পর্যন্ত মোট ৪৮,৩২২ জন সুবিধাভোগী উপকৃত হয়েছেন। এই প্রকল্প রূপায়ণে ত্রিপুরা রাজ্য ভারতের মধ্যে নবম স্থানে রয়েছে।

*****